জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

তালা বদলানোয় মামলা

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখা এবং কম্পিউটার ও আইসিটি শাখায় কর্তৃপক্ষের দেওয়া তালা ভেঙে নতুন তালা লাগানোর ঘটনায় গত শনিবার মামলা দায়ের করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার আবুল কালাম মোস্তফা বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

এতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আনসার প্লাটুন কমান্ডার শামসুল হুদাসহ দুজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডার, দুজন আনসার সদস্য ও একজন নিরাপত্তা প্রহরীকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ রয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টা সাত মিনিট থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত প্রক্টরের দপ্তরের নাইট ভিশন ক্যামেরাটি বন্ধ ছিল। একই সময়ে একাডেমিক ভবনের ১৪তলায় কম্পিউটার ও আইসিটি শাখা এবং ওএমআর সিট রাখা কক্ষে তালা ভেঙে কে বা কারা নতুন তালা লাগিয়েছে।

কর্তৃপক্ষের ধারণা, তালা বদল করে দুর্বৃত্তরা ওই কক্ষ থেকে ওএমআর সিট নিয়ে গেছে। এ সময় আনসার প্লাটুন কমান্ডার সামসুল হুদা, সহকারী কমান্ডার হাসান আলী, আমিনুল ইসলাম, আনসার সদস্য রামচন্দ্র ও নুর আমিন এবং নিরাপত্তা প্রহরী শাহজু মিয়া ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরাই ওই কাজে জড়িত ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ও আইসিটি ইউনিটে তালা আটকে সিলগালা করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরদিন শুক্রবার সকালে কর্তৃপক্ষ দেখতে পায়, ওই তালা বদল করে নতুন তালা আটকানো হয়েছে। তবে কে বা কারা এ কাজটি করেছে তা জানা যায়নি। এই ইউনিটে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল তৈরির কাজ করা হয়। ফলাফল বদলে ফেল করা শিক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দিতে এ কাজ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক মোল্লাহ মাহফুজ তালা পরিবর্তনের সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ ব্যাপারে শনিবার জয়দেবপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ছাড়া ওই রাতে দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা আনসার কমান্ডারের কাছে লিখিত দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।